চিন্তার খোরাক দৃক DRIK

ভয় নয় মুক্তির চিন্তা Think Freedom Not Fear

বেঁচে থাকার তাগিদ থেকেই জরুরি হয়ে পড়েছে সামাজিক বৈষম্যকে প্রতিরোধ করা, সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ চিন্তাকে উসকে দেয়া। এক্ষেত্রে দৃকের সর্বশেষ উদ্যোগ হচ্ছে "চিন্তার খোরাক"। সুলভমূল্যের এই দোকানে পাবেন মগ, কোস্টার, ঝোলা ব্যাগ, টি-শার্ট, নোটবই এবং অন্যান্য স্টেশনারি। আমাদের লক্ষ্যউদ্দেশ্য একটাই - অবাধ্য চিন্তাকে প্ররোচিত করা, লালনপালন করা। সর্বত্র বিরাজমান ভয়ের সংস্কৃতিকে মোকাবেলা করার আগ্রহ থেকেই সংস্কৃতির পরিসরে আমাদের এধরনের হস্তক্ষেপ। বর্তমান বাংলাদেশে বিরাজমান মুনাফার ঘোড়দৌড় ও 'আহা বেশ বেশ' সংস্কৃতি থেকে দূরত্ব তৈরি করার তাগিদ থেকেই এই উদ্যোগ।

চিন্তার খোরাক দুটো ভিন্ন ধারার কাজকে সন্নিবেশিত করে: প্রাত্যহিক প্রয়োজনের জিনিসপত্র যা স্বৈরতান্ত্রিক ক্ষমতা ও পুরুষাধিপত্যকে চ্যালেঞ্জ করে, কখনোবা ব্যঙ্গবিদ্রুপের সাহায্যে, যেমন আমাদের মগ - 'চুরি করোনা, সরকার প্রতিযোগিতা পছন্দ করে না'। আর রয়েছে দৃকের আর্টিস্ট-ইন-রেসিডেন্স মো. মিঠুনের শাড়ি, কাঁচের বোতল, বোয়ম, টিনের ডিব্বা, স্টেশনারি ধরনের প্রাত্যহিক সামগ্রীর উপর রিকশাশিল্প। বাংলাদেশের অনন্য এই শিল্পধারা আজ বিলুপ্ত-প্রায়, ঢাকা শহরের রিকশাগুলো রিকশাচালকদের মতনই মলিন। নিম্নবর্গের এই শিল্পধারার বিলুপ্তি প্রতিরোধ করার স্পৃহা থেকেই চিন্তার খোরাকে এর অন্তর্ভূক্তি।

চিন্তার খোরাকের অপর নাম প্রতিরোধ - অন্যায় ও স্বৈরতন্ত্রকে প্রশ্ন করা, র‍্যাডিকাল চিন্তাকে উৎসাহিত করা। টি-শার্টে সোহাগী জাহান তনুর ইমেজ ধর্ষিত হওয়ার সাথে নারীর পোষাকের কোনো সম্পর্ক নেই তা স্মরণ করিয়ে দেয়। ফাইল ও নোটবইয়ে সাংবাদিক দম্পতি সাগর-রুনির ছবি প্রতিরোধের শ্লোগান "সাংবাদিকতা অপরাধ না" (Journalism is not a Crime) উচ্চারণ করে। (ফাইলের পিছনের প্রচ্ছদের টিকা স্মরণ করিয়ে দেয় পুলিশি তদন্ত ১০ বছরেও সমাপ্ত হয়নি)। কল্পনা চাকমার গুম হওয়া পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের শ্বাসরুদ্ধকর জীবনের কথা বলে (২৫ বছর এবং ৩৯ জন তদন্ত কর্মকর্তার পরও আমরা জানতে পারি না সে কোথায়, তার কি হয়েছিল)। গণতন্ত্রের আইকন নূর হোসেনের "গণতন্ত্র মুক্তি পাক, স্বৈরাচার নিপাত যাক" ছবি মগে ও ঝোলা ব্যাগে। স্রেফ স্মৃতি নয়, জ্বলজ্বলে বর্তমান।

চিন্তার খোরাকের লঞ্চিং সিরিজ সত্যজিৎ রায়ের সিনেমা দ্বারা অনুপ্রাণিত: বড়-মাঝারি-ছোট ৩ সাইজের নোটবইয়ে, কোস্টার সেট ও টি-শার্টে রাজার ছবির নিচে লেখা "হীরক রাজার দেশে, সৎ থাকে সবার শেষে"। নির্ভয়ে চিন্তা করার জন্য বিশ্ব খ্যাত এমন আরো অনেককেই চিন্তার খোরাকে পাবেন: নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোস, বিআর আমবেদকার, ফিলিস্তিনি কবি মাহমুদ দারওয়িশ, বৃটিশ শিল্পী ব্যাংক্সি, দক্ষিণ আফ্রিকার রাজনীতিবিদ স্টিভ বিকো, পোল্যান্ডের মার্ক্সবাদী রোজা লাক্সেমবোর্গ। নির্ভীকদের এই তালিকায় বেগম রোকেয়াও আছেন, আর আছে তার অবিস্মরণীয় বাণী - "সমাজের বিরুদ্ধে আমাদের যুদ্ধ ঘোষণা করিতেই হবে।"

আমাদের ঠিকানা:-
চিন্তার খোরাক
দৃকপাঠ ভবন (গ্রাউন্ড ফ্লোর)
১৬ শুক্রাবাদ, পান্থপথ
ঢাকা - ১২০৭

+৮৮০ ২ ৫৮১৫৬৭১৩ + ০২ ৮১৪১৮১৭